আজকের কাগজ

তারিখ ... 13 SEP 1992

পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৬

108

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সম্পর্কে সাধারণ ছাত্র—ছাত্রীদের অভিমত

সন্ত্রাস নির্মূলে সরকারকেই উদ্যোগী হতে হবে

নজমুল কবির শিপন ঃ শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের জন্যে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা সরকার ও প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সন্ত্রাস প্রতিরোধের ব্যর্থতাকে দায়ী করেছে। তাদের মতে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা না থাকা অন্যদিকে প্রশাসনকে দলীয়করণ, শিক্ষাঙ্গনে অরাজনৈতিকভাবে দলীয় প্রভাব সৃষ্টি ইত্যাদির ফলে সন্ত্রাস বাড়ছে। সন্ত্রাস নির্মূলের জন্যে তারা সকল রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও সমাজ শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ নেয়া দরকার বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সন্ত্রাস সম্পর্কে মতামত জানার জন্যে আজকের কাগজের পক্ষ থেকে কয়েকজন সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর সাক্ষাৎকার নেয়া হলে তারা এসব কথা বলেছেন। তাদের মতামতগুলো এখানে তুলে ধরা হলো ঃ

ফরিদা আক্তার মৌসুমী

জগন্নাথ কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী ফরিদা আক্তার মৌসুমী বলেন, আদর্শ নয় পেশীশক্তির মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টাই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের প্রধান কারণ। এছাড়াও আমাদের দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা, ক্ষমতার লোভ আমাদের মূল চালিকাশক্তি যুব সমাজকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে লিপ্ত হতে বাধ্য করছে। আমাদের দেশের কোনো কোনো ধনীর দুলালদের 'এ্যাডভেঞ্চারিজম' ও অনেক সন্ত্রাসের জন্ম দেয়।

সন্ত্রাস নির্মূলে প্রথমেই সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। রাজনৈতিক ঐকমত্যে পৌঁছে সম্মিলিত প্রয়াস নিতে হবে। ছাত্র সমাজকেও আন্তরিক হতে হবে।

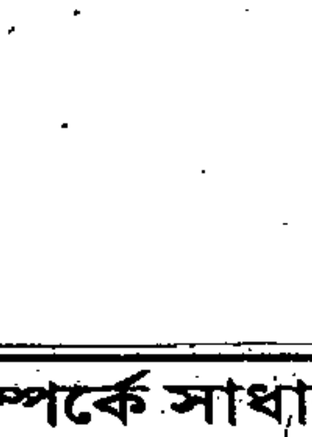

শামীম আরা বাদল

ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান বাদল এ বছর জানুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের কাউন্সিল চলাকালীন সময়ে দুষ্কৃতকারীদের গুলিতে মারা যান। পরবর্তীকালে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করা হয়।

পুলিশ ৭ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে ইতিমধ্যে তাদের দু'জন এমদাদ ও মাইনুদ্দিনকে ছেড়েও দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী পরিস্থিতি সম্পর্কে ১ম পর্ব ইসলামের ইতিহাস বিভাগের পরীক্ষার্থী বাদলের স্ত্রী শামীম আরা বাদল বলেন, বাদল হত্যার পেছনে কোনো ব্যক্তিগত কারণ নেই। কেননা বাদলের কোনো ব্যক্তিগত শত্রু ছিলো না। মূলত বাদল দলীয় প্রতিহিংসার শিকার।

তিনি সংশয় না রেখেই বলেন, বাদল হত্যার পেছনে অবশ্যই সরকারের মদদ রয়েছে। কেননা সেখানে বিরোধী দলীয় নেত্রী উপস্থিত ছিলেন। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা থাকা অবস্থায় যেখানে হত্যাকান্ড ঘটেছে সেখানে সরকারের মদদ ছাড়া এমন ঘটনা ঘটতে পারে না।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সন্ত্রাসের মুখ্য কারণ রাজনৈতিক। বর্তমান পরিস্থিতি সরকারের অনুদলীয়করণ নীতির ফলে সৃষ্টি হয়েছে। বাদল হত্যার মামলা যে টুকু সবল ছিলো বর্তমানে তা নেই। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, হয়তো, মামলা আর থাকবে না। আসামীদের দু'জনকে জেল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। মূলত হত্যাকারী যদি রাজনৈতিক আশ্রয় ও প্রশ্রয় পায় তা হলে সন্ত্রাস অবশ্যম্ভাবী।

বাদল হত্যার পেছনে দলীয় কোন্দলের চেয়ে বেশি কাজ করেছে সরকারের একচোখা নীতি ও ছাত্রলীগের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করার ষড়যন্ত্র।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সরকার যদি আন্তরিক হয় ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাহলে সন্ত্রাস বন্ধ করা সম্ভব। মূলত সরকার সন্ত্রাস বন্ধ করার ব্যাপারে মোটেই আন্তরিক নয়।